Kolkata International Film Festival
(Accredited by FIAPF)
8-15 January 2021

ফেস্টিভ্যাল ডায়েরি

বর্ষ ২৬ । সংখ্যা ৪।। ১১ জানুয়ারি ২০২১

'ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম সিনেমার ভাষা বদলে দিচ্ছে' আলোচনা সভায় টালিগঞ্জের একঝাঁক কলা-কুশলী শিল্পী ও পরিচালক

শেষ পর্যন্ত জয় হল সিনেমার

উৎসবের তৃতীয় দিনে ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম আর সিনেমার ভাষা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শেষে জিত হল সিনেমারই। একতারা মুক্তমঞ্চে বসেছিল সেই আসর।পক্ষে ছিলেন সৌরভ চক্রবর্তী, ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, সৌরসেনী মৈত্র, ইশা সাহা। পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী, আবীর চট্টোপাধ্যায়, ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্জুন চক্রবর্তী এবং ঋদ্ধি সেন। সঞ্চালনার দায়িত্বে টিভি সিনেমার জনপ্রিয় মুখ সৌরভ দাস। ধ্রুব ব্যানার্জি বললেন যে দুটো মাধ্যমেরই ভাষা প্রায় একই। সময়ের সঙ্গে সবকিছুরই ভাষা বদলেছে তাই সিনেমারও ভাষা বদলেছে। সেটা খুবই স্বাভাবিক। ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম সিনেমা বিপন্ন এটা ভাবার কোন মানেই হয় না। কেননা দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ, টেলিভিশন, নব্বইয়ের দশক, সবসময়ই একটা রব উঠেছে সিনেমা হারিয়ে গেল সিনেমা বিপন্ন হয়ে গেল। কিন্তু আমরা দেখেছি সিনেমা আবারও নতুন রূপে ফিরে এসেছে এবং পরিচালকরাও আরো নতুন ভাবে সুন্দর ভাবে সবকিছু উপস্থাপনা করেছেন সবটাই নির্ভর করছে দর্শকের ওপর। তাঁরাই ঠিক করবেন কোনটি দেখবেন, কোনটি দেখবেন না। আসলে দুটি প্ল্যাটফর্মের মধ্যে কোন সংঘাত নেই। ঠিক ভাবে পৌঁছে দিতে পারলে সবকিছুই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। পক্ষে দাঁড়িয়ে সৌরভ চক্রবর্তী বলেন যে সিনেমাতে আমরা একটা বিরাট সংখ্যক দর্শকের ধরতে পারছি। বিপক্ষের বক্তা আবীর চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য বাংলায় এত ছোট একটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম কোন ভেদাভেদ ছিল না ও থাকেও না। যত বেশি সংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পারবো ততই ডিরেক্টর এবং প্রডিউসারের বেশি লাভ। সিনেমা হলে যে কমিউনিটি লিংকটা হয় সেটাই বড় বেশি দরকার। ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়ের ছিলেন পক্ষের বক্তা। তাঁর কথায় নতুন প্রজন্ম ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মে একটা সুযোগ পাচ্ছে কাজ করে দেখাবার, তাদের সাহস বাড়ছে, আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী ছিলেন বিপক্ষের বক্তা। তাঁর বক্তব্য ডিজিট্যাল মাধ্যমে সেন্সরশিপ না থাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 'স্বাধীনতা' নিয়ে ফেলেন কেউ কেউ। যেটা মানুষ সবসময় পছন্দ করেনা। অভিনেত্রী অনিন্দিতা বসু বলেন এখন অনেকেই সুযোগ পাচ্ছে যেটা বড় পর্দায় চট করে পাওয়া যায় না। অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী বিপক্ষে বলতে গিয়ে বলেন যে ঘরে বসে ছবি দেখতে গিয়ে কীভাবে যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় আমাদের ফোকাসটা। বড় পর্দায় সিনেমা দেখার আনন্দই আলাদা। যদিও ডিজিট্যাল ছবিতে মবিলিটি আছে কিন্তু সেটা কখনোই বড় পর্দার সাবস্টিটিউট হতে পারে না। প্রিয়া সিনেমার কর্ণধার অরিজিৎ দত্ত ছিলেন বিপক্ষের বক্তা। বললেন, পরিচালক কীভাবে গল্পটাকে মানুষের সামনে তুলে ধরছেন সেটাই আসল ব্যাপার। কোন মাধ্যম, তা মূল নয়। বড় স্ক্রিনে আমরা বেনুহুর, সাউন্ড অফ মিউজিক এর মত ছবি যেভাবে উপভোগ করব সেটা কি আমরা মোবাইলে উপভোগ করতে পারি ? মাধ্যমটা যাই হোক না কেন জয় হয় সিনেমারই। বড় স্ক্রিনে দেখি বা ছোট স্ক্রিনে দেখি মূল বিষয়টা হলো সিনেমা। তাই আজকের সন্ধ্যার তর্ক-বিতর্কে জিতে গেল সিনেমাই। শেষ বক্তা বিপক্ষের তরুণ তুর্কি ঋদ্ধি সেন। তাঁর মতে বড় পর্দায় আমরা সিনেমার সঙ্গে জড়িত সমস্ত কলাকৌশলের কাজ যেভাবে অনুভব করতে পারি বুঝতে পারি উপভোগ করতে পারি সেটা ছোটপর্দায় কখনোই সম্ভব নয়। টেকনোলজি হয়তো পাল্টেছে কিন্তু বড় পর্দা বড় পর্দাই। শুধু বিদেশী ছবি নয় আমাদের দেশের ছবিগুলোও বড় পর্দায় দেখতে হবে।

দোলা চৌধুরী

চলচ্চিত্রে আবারও উদ্বাস্তু ...

পরিচালক কুমার চৌধুরী অভিনয় জগতের পরিচিত মুখ। গোবরডাঙ্গার ছেলে কলকাতার মিশনারি কলেজ থেকে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। এরপর যোগ দেন থিয়েটারে। বেশ কিছু টেলিফিল্ম, টি.ভি. সিরিয়াল এবং সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি, টেলিফিল্ম ও শর্ট ফিল্ম পরিচালনা করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'এ স্মল ইনসিডেন্ট'(২০১৬), 'এভরি ড্রপ কাউন্টস'(২০১৮)। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাণ এই প্রথম। প্রথম ছবিতেই অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়কে নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করেছেন। একটি উদ্বাস্তু রোহিঙ্গা শরণার্থী মেয়ে এবং একটি কাশ্মিরী ছেলের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েই এই ছবি। ২৬তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের তৃতীয় দিনে নেটপ্যাক বিভাগে, রবীন্দ্রসদনে ছবিটির প্রদর্শনী ছিল। ছবি শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক জানান , তিনি ২০১২-১৩ সাল থেকেই এই ছবিটি নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সেরকমভাবে কোন প্রযোজক তিনি পাননি। তাই তাঁর স্ত্রী পিয়ালী চৌধুরী ছবিটির নির্মাণে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

একটি সংবেদনশীল শর্ট ফিল্ম ...

তরুণ চিত্রপরিচালক অভিরূপ বিশ্বাস অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয় নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাণ করেছে। এক মনরোগ বিশেষজ্ঞ কীভাবে যৌন হেনস্থার শিকার একটি মেয়েকে সুস্থ করে তুলছেন, সেটাই অভিরূপের শর্ট ফিল্মের বিষয়। 'রুফটপ' শিরোনাম প্রসঙ্গে পরিচালক জানালেন, পাশাপাশি দুটো বাড়ির গল্প। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত মেয়েটি এক বাড়ির বাসিন্দা, তাঁর পাশেই থাকেন তরুণ এই চিকিৎসক। সাংবাদিক সম্মেলনে অভিরূপ জানান, স্কুলে পড়ার সময় অভিরূপ দেখতেন চায়ের দোকানে এলে এক মহিলাকে রীতিমত তাড়া করা হত। তিনি পরে জেনেছেন সেই মহিলা যৌন লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিলেন। অথচ কীইবা করার ছিল অসহায় সেই নারীর। পুরুষ প্রধান সমাজে এই ভয়াবহ লিঙ্গ বৈষম্য অভিরূপকে খুব অল্পবয়স থেকে ভাবিয়েছে। মূলত একটা স্মার্টফোন এবং অংশত ডি.এস.এল.আর. ক্যামেরা ব্যবহার করে এই ছবিটি নির্মিত। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিষেক গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রীতি পাল গঙ্গোপাধ্যায়। আজ বিকেল তিনটেয় নন্দন-৩ প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি প্রদর্শিত হচ্ছে।

সুদেব সিংহ

মেসেজ দেওয়ার জন্য আমি ছবি বানাই না ...

অপরাধ প্রবণতার কোন লিঙ্গ ভেদাভেদ হয়না। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অপরাধ প্রবণতা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অন্তর্গত হয়ে পড়ে। হ্যাঁ, এই বিষয় নিয়েই ২০১৬ সালে নির্মিত সুব্রত সেন-এর ছবি 'মানব মানবী'। ছবিটি এই সময়ের এক দম্পতির গল্প বলে। যারা দুজনেই, দুজনের বিরুদ্ধে খুনের প্লট সাজাতে থাকে। লিঙ্গ নির্বিশেষে অপরাধ প্রবণতার বৃদ্ধি দুজনের মানবিক প্রবৃত্তির মধ্যেই দেখা যায়। ছবিটি এই বছর ২৬তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে, রবীন্দ্রসদনে প্রদর্শিত হচ্ছে। তার আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক সুব্রত সেন জানান , কলকাতা ও দার্জিলিংয়ের তিনচুলেয় তিনি সমগ্র ছবির শুটিং করেন। ২০১৬ সালে ছবিটি তৈরি হলেও নানাবিধ কারণে দর্শকের সামনে ছবিটিকে উপস্থিত করতে কিছুটা সময় লেগে গেল। পরিচালক আরও বলেন্ আমি কোন সামাজিক বা অন্য ধরনের মেসেজ দেওয়ার জন্য ছবি বানাই না। মেসেজ দেওয়ার হলে আমি এন.জি.ও. চালাতাম বা কোথাও পড়াতাম। শিল্প সৃষ্টি করতাম না। আমি আমার গল্প বলার জন্যই ছবি বানাই, দর্শককে কোন মেসেজ দেওয়ার জন্য নয়।

মাল্যবান আস

এরিক রোমার - প্রাত্যহিক মূহুর্তের সংলাপ দর্শন

মায়ের ইচ্ছে ছিল তাঁর জেষ্ঠ সন্তান শ্রেষ্ঠ পেশাই গ্রহণ করুক এবং তা হল শিক্ষকতা। 'জঁ-মারি মরিস সেরর' তাঁর মায়ের ইচ্ছেকে সম্মান জানিয়ে কয়েক বছর শিক্ষাকতা ও করলেন– ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য। কিন্তু হঠাৎই চলচ্চিত্রে আকৃষ্ট হলেন, নানা পথ ঘুরে হাজির হলেন 'সিনেমাথেক ফ্রঁসেতে। পরিচয় হলো য়াঁরি লাংলোয়া ও কয়েকজন তরুণ তুর্কীর সাথে, সর্বোপরি আলাপ হলো আঁন্দ্রে বাঁজার সাথে। শুরু হল 'ক্যাহিয়ার দ্যু সিনেমা' চলচ্চিত্র পত্রিকা ও সিনেমা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হলো। শুরু হলো চলচ্চিত্রের নতুন তরঙ্গ-ফরাসি নবতরঙ্গ। রোমার, রিভেট, ত্রুফো, গোর্ডাড, স্যাব্রল–এই পাঁচটি নামই নেতৃত্বে চলে এলেন যাকে বলে কিনা 'অত্যর সিনেমা'। প্রচার, শুধু প্রচার তো নয় সিনেমা তৈরীও শুরু হল। 'জঁ-মারি মরিস সেরা নিজের নাম লিখলেন 'এরিক রোমার'। এরিক ভন স্ট্রোহিম এর 'এরিক' ও রহস্য লেখক ম্যাক্স রোমারের 'রোমার'। এই পরিবর্তন তাঁর মাকে গোপন করার জন্য কিনা জানা যায়না। যেমন জানা যায়না তাঁর সঠিক জন্ম স্থানটি কোথায় কিম্বা প্রকৃত তারিখটিই বা কি? তাঁর স্ত্রীকেও কেউ কখনও দেখেনি, দার্শনিক ভাই-এর পরিচয়ও অজানা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ভীষণই আগলে রাখা পছন্দ করতেন 'রোমার'। যাইহোক, ফরাসি নব

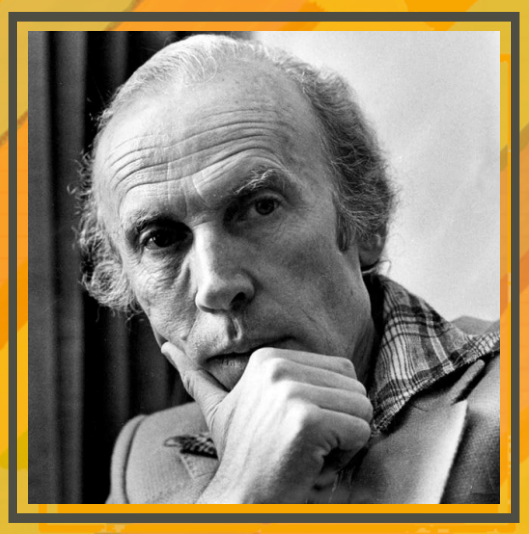

তরঙ্গে যে পাঁচ পরিচালকের নামে ইতিহাস হলো তাঁদের মধ্যে রোমার শুধুমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠই ছিলেন না, তাঁর অন্য চার সতীর্থ রোমারের চলচ্চিত্র বিবেচনার প্রজ্ঞাকে গুরুত্ব দিতেন ও সম্মান করতেন। যদি রোমারের প্রথম ছবি 'দ্য সাইন অফ লায়ন' সঠিক সময়ে মুক্তি পেত তাহলে ঐ দলের প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরীর কৃতিত্ব এরিক রোমারই পেতেন। যখন 'ক্যাহিয়ার দ্যু'র সম্পাদক আঁন্দ্রে বাঁজা অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন মূল সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন রোমার, ত্রুফো নয়। তাঁর দার্শনিক মনন ও গভীর পান্ডিত্যের স্বীকৃতি। তাহলে যে প্রশ্ন ওঠে তা হল গোডার্ড বা ত্রুফোর তুলনায় রোমারের সিনেমা কম আলোচিত কেন? তরুণ সিনেমাপ্রেমীকের মধ্যে এরিক রোমার নামটি প্রায় অনুপস্থিত কেন? অথচ ওনার পরিচালিত ছবির সংখ্যাতো কম নয় এবং যথেষ্ট। প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিও পেয়েছেন। এই প্রশ্নের উত্তর হতে পারে– এরিক রোমারের সিনেমায় উচ্ছাসের ঝলক নেই, হঠাৎ আলোর ঝলকানি নেই। চিত্রভাষার গোলকধাঁধায় ঢোকেনা। সম্পাদনার ছন্দ সুস্থ স্পন্দনের মতোই স্বাভাবিক। কিন্তু তার সিনেমায় যা রয়েছে তাহল প্রাত্যহিক মূহুর্তের দৃশ্য, সংলাপের কাব্য। কখনও সেই সংলাপ দীর্ঘায়িত কারণ যাপনের গোপন দর্শনের অন্বেষণ বহতা নদীর সমুদ্রযাত্রা। তাঁর সিনেমা শুধু দৃশ্য মাহাত্ম্যে নয়, প্রখর শ্রুতিও দাবী করে। সমালোচক বলেন রোমারের ছবিতে বড্ড কথা। উত্তরে উনি বলছেন সেটাই সত্য, তাই সে কাব্য। কথা দিয়েই নতুন মননের অন্বেষণ, পুরস্কার বিচার।

শেখর দাস

ইরফান একটা ঘরানা

ইরফান খান শুধু যে একজন সুঅভিনেতা তা নয়, ইরফান একটা ঘরানা। ভারতীয় মূলধারার ছবিতে যখন পরিবর্তন আসছে সেই সময়টাতেই ইরফানের উত্থান। এই পরিবর্তনের সঙ্গে ইরফানের নামটা ভীষণভাবে জড়িয়ে থাকবে। তারপর থেকে যতবারই ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে আমরা দেখতে পাই সেই ধারা পরিবর্তনের সঙ্গে ইরফানের নামটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এরপর বিদেশে ভারতীয় সেন্সিবল সিনেমার মুখ হয়ে উঠেছেন ইরফান খান। নাচ গান নেই কিন্তু ভালো ছবি, মনোগ্রাহী ছবির ভারতীয় মুখ হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর অভিনয়ে আমরা সবসময় একটা ছক ভাঙার প্রবণতা দেখতে পাই। পৃথিবীকে দেখা, শিল্পকে দেখার তাঁর যে অন্যরকম নজর তা তাঁর ছবির নির্বাচন থেকেই বোঝা যায়। উদাহরণ হিসাবে 'কিস্‌সা' ছবিটির নাম করা যায়। তাঁর অভিনয় ক্ষমতা ব্যাখ্যার অতীত সে বিষয়ে এই মূহুর্তে কিছু বলতে চাইছিনা। আপাতত ইরফানের গুরুত্ব হিসাবে এইটুকুই আমি বলছি।

পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়

আজকের আড্ডা

বিষয় ঃ গান শোনা না গান দেখা

স্থান ঃ একতারা মঞ্চ ● সময় ঃ বিকেল ৫টা

সঞ্চালক ঃ অরিন্দম শীল

ঃ অংশ নেবেন ঃ

লোপামুদ্রা মিত্র, রূপঙ্কর বাগচি, সোমলতা আচার্য, বিক্রম ঘোষ, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, লগ্নজিতা চক্রবর্তী, স্বপন বসু।

আজকের সাংবাদিক আসর

স্থান ঃ নন্দন ৪

বেলা ২টা

শুভ্রজিৎ মিত্র (পরিচালক-অভিযাত্রিক)

সঙ্গে থাকবেন-সব্যসাচী চক্রবর্তী, অর্জুন চক্রবর্তী ও দিতিপ্রিয়া রায়

বিকাল ৩টা

শ্রীকৃষ্ণাণ কেপি

(পরিচালক-বিটুইন ওয়ান শোর এণ্ড সেভারেল আদার্স)

বিকাল ৪টা

শীলা দত্ত (পরিচালক-ইকো ফ্রেন্ডলি গঙ্গাসাগর মেলা)

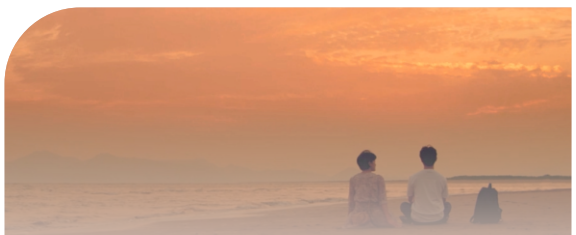

ঘোস্ট ইমেজ (দক্ষিণ কোরিয়া)

পরিচালক ঃ সাং জুন লি

বুসান শহরের প্রান্তে ছোট্ট এক গ্রামে থাকে চিত্রগ্রাহক জিয়ং হু। গ্রামের পাশেই সমুদ্র। অনলাইন চিত্রগ্রাহক হিসেবে তার বেশ পরিচিতি। নিজের ক্যাম্পার ভ্যানে চড়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পৌঁছে যায় জিয়ং হু। তার সঙ্গে এক তরুণীর দেখা হয়। লাইটহাউস বিচ-এ নানা বিভঙ্গে জিয়ং হু এই তরুণীর বহু ছবি তোলে। এভাবেই কাটে তাদের গ্রীষ্মাবকাশ। পরস্পরের নানা সুখ-দুঃখ কিংবা নিঃসঙ্গ মুহূর্তের কথা একে অপরকে জানায়। তৈরি হয় একটি বিনিসুতোর সম্পর্ক।

মিছিল

পরিচালক ঃ সুরজিৎ নাগ, উজ্জ্বল বিশ্বাস

একমাত্র মেয়ে শ্রীময়ীর বিয়ে ঠিক হয়েছে তপোধীর নামে এক তরুণের মধ্যে। দুটি পরিবারই সাধারণ মধ্যবিত্ত। চিন্তায় ও চেতনায়। হঠাৎই খবর আসে শ্রীময়ীকে নাকি কোন এক মিছিলে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে। কার মিছিল, কোন মিছিল জানা নেই কারও। অথচ দুটি পরিবারই শ্রীময়ীর এহেন কাজে উদ্বিগ্ন। তাহলে কি মেয়েটি এবার রাজনীতির মিছিলে সত্যিই হাঁটতে শুরু করল! বিয়ে কি ভাঙবে দুজনের!

অভিযাত্রিক

পরিচালক ঃ শুভ্রজিৎ মিত্র

শুভ্রজিৎ মিত্রর এই ছবিতে আমরা আবার দেখব আমাদের সেই একান্ত আপনার জন অপূর্ব রায় ওরফে অপুকে। ষাঠ বছর পর অপুকে আবার নতুন করে পাচ্ছি আমরা। সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত অপু ট্রিলজির পরের ছবি এটি। ১৯৫৯ এ যেখানে অপুর সংসার শেষ হয়েছিল সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে এই ছবির কাহিনী। ট্রিলজির ছবি গুলোর মতই এখানেও আমরা অপুর আপন হতে বাহির হয়ে বিশ্বকে খুঁজে বেড়ানোর সঙ্গী হব। আরও একজন তার সঙ্গী হবে। কাজল, অপুর একমাত্র সন্তান। তার চোখ দিয়েই অপু খুঁজে বেড়াবে পৃথিবীর রহস্য ভান্ডার। তার চোখ দিয়েই অপু ফিরে পাবে তার অতীত ও শৈশবকে। পিতা-পুত্রের যাত্রা শুরু হবে পৃথিবীর পথে।

বিটুইন ওয়ান শোর অ্যান্ড সেভারেল আদার্স (ভারত)

পরিচালক ঃ শ্রীকৃষ্ণণ কে পি

একজন জেলে, নাম সলমন, সমুদ্র তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসে। সমুদ্রই তাঁর জীবন। তরুণী কায়াভি সৈকত থেকে জড়ো করা নানা রং ও আকারের শামুক-ঝিনুক দিয়ে অলংকার বানায়। তার এই শিল্পকর্ম সলমনের মনের খোরাক। অথচ একটা সময় এসে দুজনেই বুঝতে পারে মাঝসমুদ্র আর সৈকত দুটি জায়গার মধ্যে ফারাক থাকেই, থাকবেই।

আজ অবশ্যই দেখবেন

বিটার সুইট

পরিচালক ঃ অনন্ত নারায়ণ মহাদেবন

চিনির উৎপাদনে ব্রাজিলকে টেক্কা দেওয়ার জন্য ভারতীয় আখচাষীদের কেমন অসাংবিধানিক ও বেআইনিভাবে চিনি ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করেছিল তারই এক অকথিত কাহিনী নিয়ে এই ছবি। একমাত্র প্রতিবাদী মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুগুনা নামের এক তরুণী। এক কথায় একজনের বর্তমানকে হত্যা করে অন্যজনের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার চিরন্তন সেই গল্প।

বুলেটিন টিম ঃ সুদেব সিংহ, মাল্যবান আস, পাপিয়া চৌধুরী, দোলা চৌধুরী **বিন্যাস ঃ** সুবীর হাইত

সম্পাদক ঃ নির্মল ধর

প্রকাশক ঃ অধিকর্তা, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব দ্বারা প্রকাশিত এবং শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ থেকে মুদ্রিত।